This is the online version of the first printed issue of this magazine.

হিরন্ময়ী



হিরণ্ময়ী

প্রধান সম্পাদক
মো. আলমানুর রহমান দুর্জয়

সম্পাদক
মোস্তফা জেফরি হামিম

সম্পাদনা সহযোগী
অর্পা মিত্র ভৌমিক, হৃদিতা

প্রচ্ছদ ও চারুশিল্পী
কাজী আইনুন জেরিয়াত
মো. আলমনুর রহমান দুর্জয়

মূল্য: ৫০ টাকা

The cultural Particle

ভূমিকা

হিরন্ময় যার অর্থ স্বর্ণনির্মিত; স্বর্ণবর্ণ, সোনালি। হিরন্ময় শব্দের নারী বাচক রূপ থেকেই হিরন্ময়ী শব্দটি এসেছে এ কথাটি নিশ্চিত। ত্রৈমাসিক স্মরণিকার এই চমৎকার নামটি আমাকে খুব আকর্ষন করেছে। দ্বিতীয়ত, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগে এসে সম্পূর্ণ হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ এই ব্যতিক্রম সৃজনশীল ধর্মী চিন্তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। নতুন প্রজন্মের এই সুশীল চিন্তা-চেতনার সার্বিক বিকাশ ঘটুক এই কামনা।
কাব্যচর্চা সকল প্রকার সাহিত্যের শাখা অপেক্ষা উত্তম ও প্রাচীন অন্য সকল সাহিত্য আপনি চাইলেই কোনো না কোনো

ওকে নিয়ে আসা সম্ভব।
কিন্তু কবিতা হচ্ছে আপনার
দর্শন, বোধ সজাগ চেতনা।
আপনা-আপনি মনে এসে ধরা
না-দিলে শব্দের মাধ্যমে ছবি
আঁকা যায় না। বর্তমানে সস্তাকবি
পদবী কেনা নামধারী কবিদের
আনাগোনা চোখে পড়ার মতো।
আর যা হোক এদের তথা স্বঘোষিত
এসব কবিদের কবিতা কখনোই
বাঁচবে না। যাহোক দ্যা কালচারাল
পার্টিকেলের এই ত্রৈমাসিক
স্মরণিকায় ছোটদের লিখা কবিতা
ও তাদের চমৎকার চমৎকার এসব
কারুকার্য দেখে আমি অভিভূত।
তোমাদের সকলের জন্য
শুভ কামনা। আর হ্যাঁ
সাহিত্যের যে শাখা-ই
বিচরন কর না কেন তার

আগে অধিক বই পড়ার চর্চা বাড়িয়ে তোল। বই তোমাদের চিন্তা-ভাবনাকে আরো সুশীল ও উন্নত করে তুলবে।

জ্ঞানবর্দ্ধন পাল
লেখক ও গবেষক
অধ্যাপক ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বিশ্ববিদ্যালয়

উ/ৎ/স/র্গ

সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন
(১৮৬২-১৯৭২)



সূচিপত্র

১. করি, করি না → মনিরুল ইসলাম শ্রাবন
২. এই অসমাপ্ত → সানিউর রহমান
৩. আমার রাজ্যে আমি বারন → মো. সালমানুর রহমা
৪. বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যা → ইরফাত হোসেন হা
৫. বর্ষাকাল → মোস্তফা জাফরি হামিম
৬. মানুষ → কানিজ ফাতেমা ইমা
৭. শূন্য → প্রিয়ম আচার্য
৮. যে কথাটি কেউ জানে না → স্বাতী সূত্রধর
৯. নিকেতন → মীম রহমান
১০. বৈশাখ বিলাস → ইসরাত জাহান সানি
১১. মিথ্যা প্রকাশ → রিজওয়ানুল ইসলাম আ
১২. তুমি তুমিই থাকিবে → অপা মিম দে
১৩. বাংলার রং → হোসাইন ইসলাম জ
১৪. তুমি কি জানো? → প্রতিজ্ঞা পাল
১৫. আজব রাজ্য → ফাহিম মুনতাসির
১৬. তোমার স্মৃতি → নুরুন্নাহার আক্তার

করি, করি না

~মনিরুল ইসলাম শ্রাবন

কাজ করি, কাজ করি
বসে খাই না,
খেটে মরি খেটে মরি
চেয়ে মরি না।
হেসে বাঁচি হেসে বাঁচি
কেঁদে বাঁচি না,
কারো কটু কথা শুনে
লাজে মরি না।
দিয়ে চলি দিয়ে চলি
নিয়ে চলি না,
পর গান নিজে নামে
গেয়ে চলি না
উড়ে চলি উড়ে চলি
ভেসে চলি না
কারো দেয়া ফ্যাকারে
হেলে পড়ি না

হেঁটে চলি হেঁটে চলি
দৌড়াই না,
পা পিছলে হুট করে
তাই পাড়ি না।

এই সমাজে

→ সামিউর রহমান

প্রতিদিন সন্ধ্যায়
সাইফুলের চায়ের দোকানে
গরম চায়ের কাপ হাতে
জ্বলন্ত সিগারেট ধোঁয়ায়
অন্ধকার নিয়ে আসতো,
কখনো ব্যাকএয়ার্ডে রেলিংয়ে বসে
কিংবা বন্ধুর বাসায়,

গাঁজার ধোঁয়ায় জমিয়ে আড্ডা মারতো
যেই ছেলেটি,
তার মধ্যে আমি ছলনা দেখিনি
দেখেছি প্রেমিকার জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা
অতঃপর প্রেম ব্যর্থ হাওমাও কান্না।
এই সমাজ তাকে,
অভদ্র, কুলাঙ্গার বলে আখ্যায়িত করেছে।
প্রতিদিন যেই মেয়েটিকে হিজাব পড়ে
ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে দেখেছি
সিগারেটের ধোঁয়া যার অসহ্য লাগতো
তাকে আমি কখনো কাঁদতে দেখিনি
হ্যাঁ তাকে আমি দেখেছি
অন্য পুরুষের সঙ্গে
আবাসিক হোটেলের ছাদের নিচে
সেই মেয়েটিকে এই সমাজ
নম্র, ভদ্র, পাক পবিত্র বলে
বাহবা জানিয়ে গ্রহন করেছে।
এই সমাজে নম্রতা, ভদ্রতা মানে

চা এবং পানের সলারে প্রস্তাব করা
অভদ্র কুলাঙ্গার মানে
সিগারেট কিংবা গাঁজার ধোঁয়াওড়া
তবে কেন ?
কেন মানুষকে মানুষ হিসেবে নয়
কিছু অভ্যাসের বিচার করা হয়
কেন মানুষকে মানুষ হিসেবে নয়
তার বাহ্যিকতায় বিচার করা হয়
তাই বলি ভদ্র সমাজের পন্ডিত মহোদয়-গন
বাহ্যিক আচরনে মানুষ নয়
পশুত্বের পরিচয়
কর্মই যেন হয় আমাদের
মনুষ্যত্বের পরিচয়

আমার রাজ্যে আমি বারণ

~ মো: সালমানুর রহমান দুর্জয়

সময়ের স্রোতে বয়সের ভীড়ে আটকে
যাওয়া দশ বছরের এক শিশু
এখানেই তার অপারগতা, ঘোর অপরাধ
নীল জগতের ঘৃন্যতা বুঝে না সে, কিংবা
বুঝেও বুঝতে চাই না সে।
তবুও তাকে বুঝতেই হবে; অনৈতিকতা কি
তাও সে বুঝে, কিন্তু নীতি তার যে বারণ
তোমার উচ্চারিত মিথ্যা আমার বলতেই হবে
না হয় মানসিক প্রতিবন্ধীসহ সমাজের
গোটা কয়েক অশ্রাব্য উপাধি তোমার জন্য
বরাদ্দ।
এখন আর টিচাররাও কিছু বলতে চায় না
লাস্ট বেঞ্চার মানেই বিভিন্ন
স্লেবারের গন্ধ তোমাকে শুনতেই হবে
বোর্ডে লিখার ভঙ্গিমায় শিক্ষক নীরবে
হাঁক ফেলেন।
অশ্লীল চিৎকার আর দুর্নাম, গালি
তো তাঁকেও সহ্য করতে
হয়।

আর আমি তো ছাড়!
কারনে অকারন, আমার যে সব শোনা কারন
আমিতো পেল, সবই বয়সের রস আর মজা
কিন্তু মজার উপাদান যে আমরা চিনিনা
টিচারি কোন অকর্মা! মার্ক দিতে চায়না
অযথা কাটে।
মাত্র প্রতিই হোক না কেন তারই ভুল
আমি সঠিক কারন, আমি ছাত্র
বাধ্য হয়ে আমাকেই সুপারিশ করতে হয়
কেননা বন্ধু সমস্ত তো আমার!
শত কটাক্ষ উপেক্ষা করেও একটু আনন্দ
খুঁজে চলে যেতে চায়
আর ভালোবাসা? এখানে কয়েক ন্যানো
সেকেন্ডের ব্যাপার রং তার আপনা
আপনিই বদলাবে।
গনতন্ত্র তো এখানে সর্বাধিক মান্য
আওয়াজ তুলবে! ভোট প্রথা চালু হয়ে
যাবে।
এ কোন গনতন্ত্র টিচারেও মাঝে মাঝে
রায় দেন
সহজে, নির্দ্বিধায় টিচারকে প্রশ্ন করা কারন
দুনিয়ার সব চেয়ে মূর্খ উপাধি নইলে
তোমারই জুটবে

পাশের জনের এমসিকিউ শুনে
আবার তাকেই দ্বিধায় ফেলে ভুল
করানো তো নিত্য।
দেয়াল সবারই উন্মুক্ত বোর্ড
এমনতো চাই নি, মা-বাবারাও না,
শিক্ষকও না; কেন এমন হয়?
চারিদিকে অল্প শুভভাবের স্ফুলিঙ্গকে
অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয় ভয়াবহ
দুর্যোগ বান মেঘ।
সাত অভিযোগের সমাপ্তি সমুদ্রের জল,
মহাজগতের অন্ধকারের ব্যাপ্তি
যদিও অন্ত হবে শুভ্র
তবুও শেষ হবে না এই রাজ্যের কাব্য
হে মনুষ্যত্ব ছিনিয়ে নাও মোর হইতে
নতুবা ধরণী দ্বিধা হও
আমি তোমাতে প্রবিষ্ট হই

বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যা

~ ইশরাত হোসেন হৃদিতা

তোমার কি মনে পড়ে সেই সন্ধ্যার কথা?
যে দিন সারা নগর জুড়ে টিপটিপ
করে বৃষ্টি পড়েছিল ?
পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকা কারোর
প্রণয়িণীর নয়নে দেওয়া কাজল গড়িয়ে
পড়েছিল।
কোনো ফুচকার দোকানে কিংবা চায়ের
স্টলে দাঁড়িয়ে ছিল কোনো বেকার প্রেমিক
সেদিনটাকে কি তোমার মনে পড়ে?
যে দিন কোনো এক স্নিগ্ধ যুবতী
রিকশার হুড ফেলে দিয়ে ভিজেছিল!
সারা নগরীর মানুষ কেমন লোভাতুর
নজরে তাকে দেখছিল!
উনিশশো চুয়াল্লিশ সনের কোনো এক
সন্ধ্যায়; ভিজে জবজবে এক সাদা
ঘামে ভেজা শার্ট পরে তুমি এসেছিলে।

আর আমি হয়তো সেই জংলী প্রিন্টের জলপাই রঙের শাড়িটা পড়েছিলাম।
এক কাপ চায়ে ঠোঁট ডোবানোর আগেই কিনা আমার বাবার মৃত্যুর খবর এলো, সেদিনের পর জানো আর তোমায় দেখিনি।
নিয়তি আমায় টেনে নিয়েছিল অকুল পাথারে, যেথায় কোথাও কেহ নাই।
আজ উনিশশো চুরাশি সন, আমি এক ষাট বছরের থুরথুরে বুড়ি।
তোমায় দূর থেকেই দেখি তোমার অর্ধাঙ্গিনীর সাথে।
আজ চুরাশি সাল,
আর এক বৃষ্টি স্নাত সন্ধ্যা, একদিন তোমায় ছেড়ে দিয়েছিলাম,
আজ তোমার দাবি ছেড়ে দিলাম

অভিযোগ করলাম নিয়তির কাছে;
হারিয়ে গেলাম, শেষ দীর্ঘ নিশ্বাসটি
ছেড়ে দিলাম,
কোনো এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায়।

বর্ষাকাল

— মোস্তফা জাফরি হামিম

বর্ষা এলো নব দীক্ষায়
সময়ের বৃষ্টি বেয়ে, ফলের
ঝাঁকা মাথায়
আনলে ধরায় বয়ে।
বর্ষা এলো পল্লী মায়ের
বাংলার ঘরে ঘরে,
কৃষক ভাইয়ের কণ্ঠ ফুঁড়ে
হৃদয় উজাড় করে।

বর্ষা এলো প্রিয়ার বুকে
আশার বাণী নিয়ে,
দুটি মনের মিলন বন্ধন
দৃষ্টি বিনিময়ে।

বর্ষা এলো গ্রাম্য বধুর
রঙিন স্বপ্ন নিয়ে,
নায়রি যায় বাপের বাড়ী
জামাই ইলিশ বয়ে।

বর্ষা এলো পল্লী মেলায়
শিশুর কলধ্বনি,
গাছে গাছে পাখ-পাখালির
বৃষ্টির গান শুনি।

বর্ষা এলো আত্ম-শুদ্ধির
নতুন মন্ত্রণায়
হিংসা বিদ্বেষ উপরে ফেলে
কর্ম প্রেরণায়।।

মানুষ

→ কানিজ ফাতেমা ইমা

পড়ন্ত এক বিকেলে, বসন্তের
দাখিনা বাতাস বইছে।
আকাশের দিকে আনমনে চেয়ে
ভাবছে মেয়েটি !
মানুষ কেনো আকাশের মেঘের
মতো নয়.
কেনো মেঘের মতো নরম নয়।
মানুষ কেনো স্বার্থপর, নির্দয় ?
মানুষ বড়ই অদ্ভুত প্রনী।
তার নেই কোনো দয়া, মমতা,
ভালোবাসা।
মানুষ কি হতে পারে না,
আকাশের সেই সূর্যাস্ত যাওয়া
সূর্যটি যেমন,
আমাদের সারাদিন আলো দিয়ে

উপকার করছে,
তেমনি মানুষও কি পারে না
অন্নহীন, আশ্রয়হীন মানুষকে খাবার
ও আশ্রয় দিতে
মানুষ কি পারে না,
আকাশের মাঝে ভেসে বেড়ানো
মেঘের মতো
সবাইকে দুঃখ না দিয়ে আনন্দ
দিতে
তাহলে মানুষ কি শুধু পারে,
অসহায় মানুষকে নির্যাতিত এবং
তাদের সম্পদ ভোগ করতে
মানুষ পারে না এমন কিছুই নেই,
আবার, মানুষ পারলে সব কিছু
বিনাশ করতে পারে।
আসলেই, মানুষ বড়ই অদ্ভুত
প্রাণী।

"শুঁই"

→ প্রিয়ম আচার্য

আমি যাযাবর দিচ্ছি হাঁকর রেশে
নিয়ে করতালি,
বলছি তাদের করতে যুদ্ধ করে দিতে
কাঙাল।
তুরগ নিয়ে যায় সে হেঁকে কেঁপে
উঠে মহাকাল;
কম্বু বাজিয়ে শুরু হলো এক
রণকম্পিত গল্প।
পরোয়া করি না কে বা সৈনিক,
আর কে বা নাগরিক,
পরোয়া করি না শতাব্দী শেষে
প্রেম পাবো নাকি ধিক।
ওহে জনগন,
শোনো রাখো সব মোর নাই
কোনো শরিক

বাঁচতে চাইলে আমার চরনে
চাই তোমাদের খিরিক।
বোবা জাতি ওরা, শুনলোনা
বানী, মানলোনা মোর কথা-
অস্ত্রের কাছে মাথা নত হলে ওই মাথা
রাখা বৃথা।
একের পরে মরছে আরেক, তবু নেই
কারো ও ব্যথা,
পায়ের নিচে আর মাটি নেই, অজস্র
কাটা মাথা।
টুপ টুপ করে বইছে তরল,
হাজার হয়েছে খুন
তার সাক্ষী ইতিহাস নয়, সাক্ষী
আমার ভ্রুন
আজ বাদে কাল শূন্য গর্ভে
জন্মাবে পাপী ভ্রুন,
ঐ প্রজন্ম দোষারোপ নয়,
গাইবে আমার গুন।

যে কথাটি কেউ জানেনা

~ স্বাতী সূত্রধর পূর্বা

বহু শতাব্দী পেরিয়ে এসেছি আধুনিকতার
আভিজাত্যে ঘেরা এই পৃথিবীতে।
পৃথিবী তো বদলায় নি। এ কেবল মানুষে
মানুষের অভিব্যক্তির রূপান্তর
অত্যাধিক বিলাসিতায়, অনুভূতি শূন্য
এদের অন্তর।
বায়ুর ছন্দের সাথে শ্বাস-প্রশ্বাস
পরিচালিত হয় সব প্রাণীর
সেই হাওয়াতেই মিশে যায়, শেষ
দীর্ঘশ্বাসটিও।
রাতের আঁধারে ঘুমের দেশে
পাড়ি জমিয়ে নিস্তব্ধ এ শহর,
এই নগরেরই কতগুলো মানুষ গনে
মৃত্যুর প্রহর।
শুধু কি আত্মা দেহকে ত্যাগ করলেই
জীবের মরণ হয়?

যারা নিয়তির কাছে হার মেনেছে
বেঁচে থাকায় বেদনাময়।
এই ধরিত্রীরই অলিগলিতে কিছু
জীবন্ত লাশ ঘুরে বেড়ায়।
যারা আত্মহত্যা করতে পারেনি
এই ভেবে যে, ইহকাল যেমনি
থোক পরকাল যেন সুখময় হয়।
সাধারণ মানুষ গুলো এ জীবন্ত
লাশ গুলোকে চিনতে পারে না
বুঝতে পেরেও যেন তাদের কাছে
শুধুই অবহেলা।
মৃত্যু কি কেবলই এক মজার
খেলা নয়?
জলজ্যান্ত মানুষটা কেমন হঠাৎ করে
হারিয়ে যায়!
আর কিছু মানুষ, তারা মৃত্যুকে চায়
তাদের এই প্রার্থনায়!
আচ্ছা, এই ইহকালের পর সত্যিই
কি অন্য কোন জগৎ আছে?

নাকি সব মানুষেরই কল্পনামাত্র,
আসলে সবকিছু একদিন আপনাতেই
ধ্বংস হবে!
আমরা যখন জানিনা: এ জগতের
পরে আর কি আছে,
তবে কেন এই প্রান বারবার শুধু
সেই না দেখা যমদূতের অপেক্ষা
করে!
তবে কেন সকল জীব এটা জেনেই
সামনে এগোয়, যে একদিন আমারও
শেষ দিন আসবে, বাহ্ প্রতীক্ষার
শেষ সময়!
যে কথাটি কেউ জানে না, সে
কথাটি পুস্তকে লেখা।
যার প্রমান কেউ এই ইহজনমে
পায় না।
তবে এ ভয়ের দরকার
ছিল এবং থাকবে চিরদিন

তা না হলে যে এই মানুষগুলোই
হবে নরখাদক।
আজ তো শুধু একটু খেয়াল,
প্রলয় ঝড় উঠবে কাল।
পৃথিবীতে প্রশান্তির সুখ চাইলে,
প্রয়োজন এই পরকাল।

নিকেতন

~ মীম রহমান

খুলিয়া দাও মোর নিকেতনের
এই রুদ্ধ দ্বার,
এই বদ্ধ জীবন হইতে কর মোরে
উদ্ধার
উদ্ভূত যে মোর নিকেতনের
সকল ধারা

এই বদ্ধ নিকেতনে বাস করিতে
চাইবেই বা কারা!
বিদায়ের কালে কভু থামাইও না
মোরে,
বিদায়ের কালে জানাইব বিদায়
মধুর সুরে সুরে,
নিকেতন হইতে বিদায় নিয়া চলিব
নিরুদ্দেশে,
নিরুদ্দেশে চলিব সুখ লাভ
করিবারই উদ্দেশ্যে।
যেথায় বাঁধিব মোর ঘর তাহার
হাওয়া হইবে স্নিগ্ধ,
সেই হাওয়া অনুভব করিয়া
মোর পরান হইবে মুগ্ধ।

এই পুরনো নিকেতন হইতে করিব
আমি প্রস্থান,
অজানার পথে আবার গড়িব
নবীন বাসস্থান।

বৈশাখ বিলাস

→ ইসরাত জাহান মণিয়া

বসন্তের শেষে
এলো একটি মাস হেসে।
নিয়ে এলো আপন ধরায় অজস্র
হর্ষ
ঐ মাসের পহেলা দিনেই
বাংলা নববর্ষ
সাজেছে গাছে নতুন পাতা
ব্যবসায়ীরা খুলেছে নতুন
হালখাতা

রমনীরা বানাচ্ছে পিঠাপুলি
ডালে যে শোনা যাচ্ছে পাখির
কলকাকলি।
খোলা প্রান্তরে বসেছে মেলা
এ যেন নবীনের সনে নব এক
খেলা।
সরে যাক নববর্ষে সকল ক্লান্তি
আসুক নবরূপে ভূ-ধরায় সুখশান্তি
অতীত ভুলে নতুনকে করিব বরণ
আজ আনন্দ করতে নাই কোনো
কারণ।
প্রজাপতি বসেছে রাঙিয়ে
বৃক্ষশাখা
এ যে সবচেয়ে আনন্দের সময়
বৈশাখ।

মিথ্যা প্রকাশ

→ রিজওয়ানুল ইসলাম আনাস

আমার প্রিয় তুমি, সবচেয়ে সুন্দর,
তোমার সঙ্গে আমি সদা ভরসা করি।
তোমার চেয়ে কিছু অন্য চাইনা আমি
তোমার ছায়ায় পুরনো হলে প্রজন্ম
ব্যর্থ আমি।
তোমার হাসির মধ্যে আমি খোঁজে
পেতে পারি সুখ,
তোমার চোখে পরলে পারি যেন
নতুন এক প্রতিচ্ছবির রূপ।
তোমার সাথে যে সময় কাটে,
তা হলো আমার সবচেয়ে পবিত্র।
তোমার অসম্পূর্ণ প্রেমে জীবন
আমার অপূর্ণ নয় অপরিসীম।
প্রেমিকা আমার, তুমি আমার
অধিকার,

তোমার কাছে আমি আমার
নিজের অপরাধী সম্পর্কে প্রত্যাশ্যা
করিনা আমি।
আমার জীবনে তুমি আমার
আদর্শ, আমার প্রিয়,
আমার সব কিছু আমার
জীবনের সব মিথ্যা প্রকাশ্য।

তুমি তুমিই থাকিবে

~ অর্পা মিত্র ভৌমিক

কখনো পিছনে ফিরিয়া চাহিও না
হতে পারে এর কিছু কিছু স্মৃতি
বড়ই বেদনাময়
উহা হতে বর্তমানেই বেশ আছো,,
কখনো কখনো আবার অতীতের
সব স্মৃতি ভুলে যেও না,

কারন কিছু অতীত তোমাকে
সামনে এগিয়ে চলার প্রেরনা
যোগাইবে„
দেখিবে„
কোনো বাধা বিপত্তি আর তোমাকে
রোধিতে পারিবে না —
তুমি এই বড়ো শক্তি নিয়া ফিরিয়া
চলো....
কোনো ঝড় আর তোমার পথ
বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না
তুমি লক্ষ্য স্থির করিয়া
সেই লক্ষ্যে হাঁটিয়া চলো
দেখিবে যে মানুষ গুলি তোমার
নামে নিন্দে করিত,
ওরা তোমাকে এসে বুক ভরা
ভালোবাসা দিয়ে যাইবে
তারাই তোমাকে তোমার যোগ্য
সম্মান দিবে।।
তাই পিছনের কথা ভাবিয়া
তুমি থামিয়া থাকিও না„

তুমি তুমিই থাকিবে.....
অন্য কেউ তুমি হইতে পারিবেনা
তুমি তুমিই থাকিবে।

বাংলার রং

→ হোসাইন ইসলাম জয়

ধানকন্যা হেমন্তিকা
যখন ঘরে আসে
বাংলার সব ঘরগুলো
সোনালী ধানের ভাসে।
সোনালী ধানের খুশিতে
নাচতে যখন যাই,
চালের গুড়ির ঘ্রাণে
ফিরে ফিরে চাই.
পিঠা পুলির ধুম পড়ে
অগ্রহায়নের শেষে

পিঠা দাও, পিঠা খাও
বাতাসে শব্দ ভাসে
চারিদিকে মেলা বসে
আসর জমে গানের
সব কিছুর ক্লান্তিতে অবসান হয়
প্রাণের।
গানের তালে নাচি মোরা
তাক - ধিনা - ধিন - তায়
অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে
তাদের দেখা পাই।

তুমি কি জানো ?

— প্রতিজ্ঞা পাল

তুমি কি জানো, স্বপ্নের দেশে
আমি রোজ তোমায় দেখি।
তোমার দেওয়া বিলেতি
সুগন্ধি রোজ গায়ে মাখি।
তুমি কি জানো, নির্জন ঘরে
আজও তোমার কণ্ঠ বাজে

তোমার দেওয়া নুপুরে আমার
পা আজও নাচে।
তুমি কি জানো, তোমার রঙিন
ছবি আজও চোখে ভেসে
বেড়ায়,
তোমার বলা কৌতুক-গুলো
আজও আমায় হাসায়
তুমি কি জানো, তোমার শাসন
আজও আমায় শাসায়
তোমার ভরসা দেওয়া
উপদেশ গুলো এখনও আমায়
মানুষ চেনায়।
তোমার বেসুরো গান আজও
আমায় কাঁদায়!
বলো না, তুমি কি জানো,

যেই পুকুর পাড়ে বসে তুমি
আমার অশ্রুদীপ্ত চোখ
আর দু' হাতের ক্লান্ত বন্ধনকে
অবজ্ঞা করে বলেছিলে,
'পারে কখনো দেখা হবে,
আজ আমি আসি'
তিনটি বসন্ত কেটে গেল,
তুমি আসলে না,
তবুও আমি প্রতি বিকালে
ঐ পুকুর পাড়ে বসে, পা
ডুবিয়ে বলি,-
'আমি আজও তোমায়
বড্ড ভালোবাসি।

আজব রাজ্য

→ফাহিম মুনতাসির

আর কত কাল
অপেক্ষা বল
আর কত প্রাণ
ঝড়বে পথে
এবার থামার দিন এসেছে
লড়তে হবে শক্ত হাতে
জ্বলার আগে
নিভছে যে সব
মাটির প্রদীপ
চাঁদ ছুঁয়েছে
এবার থামার দিন এসেছে
লড়তে হবে শক্ত হাতে
কাকেরা সব
কোকিল কন্ঠী
সব নিয়েছে মন্ত্রী সান্ত্রী

এবার থামার দিন এসেছে
লড়তে হবে শক্ত হাতে
ভাগ্য বড়ই আজিব জিনিস
কেবল করছে গরীব ফিনিস
এবার থামার দিন এসেছে
লড়তে হবে শক্ত হাতে
অস্ত্র বাক্সে শব্দ বেশি
ধ্বংস খেলায় রানী খুশি
এবার থামার দিন এসেছে
লড়তে হবে শক্ত হাতে।

তোমার স্মৃতি

~ নুরুন্নাহার আক্তার

যখন মনে পড়ে
তোমার ঐ মধুমাখা হারানো স্মৃতি
স্মৃতি,

মোর হৃদয় ঘরে

বেড়ে যায় বুকফাটা কান্নার গতি
তোমাকে নিয়ে যদি একটু ভাবি
মোর সামনে ভেসে ওঠে
তোমার ঐ মুখচ্ছবি
তুমি যে বলতে কথা মুচকি হাসি হেসে
হৃদয়ের দর্পন দিয়ে যখন দেখি
তোমার ঐ মুখটি
আমি সারাক্ষন হয়ে থাকি চুপটি
যখন মনে হয়ে যায় তোমার ঐ
সুন্দর চেহেরা
মোর হৃদয় পুড়ে হয়ে যায় পাগলপারা
কত স্মৃতি, কত যে ঘটনা
মনে হলে বেড়ে যায় হৃদয়ের যন্ত্রনা
মায়ের অগোচরে কোনো এক নিরালা দুপুরে
কোনো এক নির্জন স্থানে
মোর কোল ঘেষে বসে বলতে
কথা গোপনে
মোদের পাশাপাশি কোনো কানে ফুসকানে
স্কুলে যেতে তুমি কত দিনই পথে
দাঁড়িয়ে থাকতে আমাকে এক নজর দেখার জন্য
আর আজ আমার হৃদয়টা শূন্য
তোমার স্মৃতি আমায় শুধু কাঁদায়
বুকটা ভরে যায় হাজারো ব্যাথায়।।



